ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1887-1895
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.412

উত্তরাধুনিকতা: লিওটার্ড ও ফুকোর অভিমত অনুসারে সমসাময়িক জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ক আলোচনা

আবৃতা নিয়োগী, *দর্শন বিভাগ, গবেষিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The discussion of knowledge has held a central place since ancient times. With the passage of different historical epochs—ranging from the Greek period to the medieval, modern, and more recently the postmodern era—the understanding of the nature of knowledge has undergone significant transformations. In contemporary times, knowledge is examined within specific contexts and perspectives, leading to new interpretations. Alongside this, discussions of power and truth have become intrinsically linked with the concept of knowledge.

This paper presents an analytical study of knowledge from a postmodern perspective, particularly through the ideas of Jean-François Lyotard and Michel Foucault. It explores how postmodern thought redefines knowledge by situating it within discourses of power, truth, and contextual interpretation.

Keywords: Knowledge, Truth, Power, Postmodernism

পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম শাখা হল জ্ঞানতত্ত্ব, যা জ্ঞানের উৎস, স্বরূপ, পরিধি, সীমা ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছে। প্রাচীন গ্রীক দর্শন থেকে আধুনিক যুগের দার্শনিক আলোচনার ধারায় জ্ঞান সংক্রান্ত বিবিধ মতবাদ স্বীকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞান সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ আলোচ্য বিষয়টি হল জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস বলে মনে করলেও বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণের মতে বুদ্ধিই জ্ঞানের উৎস, যদিও বিচারবাদী দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্টের মতে জ্ঞান হতে হলে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়েরই প্রয়োজন হয়। তাঁর মতে অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উপাদান বা উপাত্তের সরবরাহ করে এবং বুদ্ধি সংগৃহীত উপাদানে আকার প্রদান করে।

জ্ঞান সম্পর্কিত এরূপ আলোচনা বর্তমানেও অতিপ্রাসঙ্গিক এবং গবেষণাক্ষেত্রের অন্যতম বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তার যুগপরম্পরা লক্ষ্য করলে একে কতকগুলি পর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন– প্রাক সক্রেটিসের যুগ, প্রাচীন গ্রীকযুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ এবং বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী উত্তর আধুনিক যুগ। প্রতিটি যুগের চিন্তাশৈলী প্রবর্তিত হয়েছে তার পূর্ববর্তী যুগের চিন্তাশৈলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, যদিও পূর্ববর্তী যুগের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক চিন্তার মধ্যে যা ত্রুটি তার সংশোধনের প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রতিটি যুগে পরিবর্তন ঘটে প্রেক্ষাপটের। যেমন– মধ্যযুগে চার্চ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রভাব থাকলেও আধুনিক যুগে সেই স্থান দখল করে বুদ্ধি ও বিজ্ঞান। ফলত, তৎকালীন দার্শনিক তথা চিন্তাবিদদের মধ্যে বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানকেই গ্রহণযোগ্য হিসেবে মনে করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন– দার্শনিক দেকার্তের মতে যা কিছু আমাদের চিন্তার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিবিক্ত, তাই সত্যরূপে পরিগণিত হতে পারে। তিনি 'চিন্তার কর্তা রূপে আমি আছি'- এরূপ বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানকেই স্পষ্ট ও বিবিক্ত বলেছেন। এই অর্থে বলা যায় বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানই সত্য। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ব্যাপক উন্নতি ঘটে। শিল্পোত্তর সময়ের সূচনা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের তথা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়, যা জ্ঞানের বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্যের আকারে পরিবেশন করতে শুরু করে। জ্ঞানের জন্য জ্ঞান লাভের পরিবর্তে জ্ঞান ও ক্ষমতার আনুপাতিক সম্পর্ক দ্বারা জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। জ্ঞান এই পর্যায়ে মূলত বিক্রয়দ্রব্যে পরিণত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের স্বরূপে পরিবর্তন ঘটে, এমনকি এই সময়ে প্রশ্ন হয় জ্ঞানের অধিকারী কে হবেন? জ্ঞানের সাথে ক্ষমতার সম্পর্কই বা কীরূপ?

জ্ঞান সংক্রান্ত এই নব নব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় উত্তর আধুনিক যুগের অন্যতম দুজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ্ জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওটার্ড এবং মিশেল ফুকোর জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা থেকে। লিওটার্ড মূলত *Postmodern condition: a report on knowledge* প্রতিবেদনে সমসাময়িককালে জ্ঞানের শর্ত, স্বরূপ, বৈধতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আধুনিক যুগে সকল কিছুর ব্যাখ্যা প্রদানকারী মহাআখ্যানগুলিকে খণ্ডন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যানের কথা বলেছেন। সর্বোপরি প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিভঙ্গির ভেদে জ্ঞানের এবং সত্যতার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। দার্শনিক ফুকোর জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় ক্ষমতা, জ্ঞান ও সত্যতার মধ্যে সম্পর্কের নির্ণয় অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। যদিও সমকালীন দুই দার্শনিক চরম বা একক অখণ্ড কোন জ্ঞান বা সত্যের স্বীকার করেননি। উভয়ই জ্ঞান ও ক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন থেকেছেন, জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা কালে। তবুও, উভয়ের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রবন্ধটির মূল আলোচ্য বিষয় হল লিওটার্ড ও ফুকোর অভিমত অনুযায়ী জ্ঞানের স্বরূপ সংক্রান্ত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের সূচনায় উত্তর আধুনিকতার রূপরেখা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

উত্তর আধুনিকতার রূপরেখা:

আক্ষরিক অর্থে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় আধুনিকতার পরে যার সূচনা হয়েছে, তাই উত্তর আধুনিকতা। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Postmodernism'। এই শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯১৪ সালে *The Hibbert Journal* এ। উক্ত শব্দবন্ধটি প্রয়োগের মাধ্যমে J.M Thompson মূলত তৎকালীন সমাজে ধর্মীয় চিন্তা–চেতনা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন ঘটে তার প্রকাশ করেছেন।[১] যদিও এই শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে ১৯৭০-এর দশকে দার্শনিক তথা চিন্তাবিদগণের আলোচনার মাধ্যমে, যার মধ্যে অন্যতম হলেন জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওটার্ড। যদিও এই সময়ে উত্তর আধুনিকতা বলতে লিওটার্ড বুঝিয়েছেন আধুনিকতায় স্বীকৃত মহাআখ্যানের প্রতি অবিশ্বাস।[২] এই মহাআখ্যান (Metanarraive) হল কতকগুলি গল্প, যা একটিমাত্র মানদণ্ডে তথা একক সত্য ও মূল্যের ভিত্তিতে

[১] Pathak, Shailendra K. "eGyankosh." 10 April 2020. *http://egyankosh.ac.in//handle/123456789/57858.* English. 10 04 2020. Page no.84-91.

[2] "Simplifying to the extreme, I define postmodern as incredulity towards metanarratives"- Lyotard, Jean Francois. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Vol. 10. Minnesota: University of Minnesota Press, 1984. English . page no.xxiv.

সামাজিক যাবতীয় ঘটনা, ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়। তাই বলা যায় উত্তর আধুনিকতা আধুনিকতা দ্বারা সমর্থিত একক অখণ্ড নিরপেক্ষ সত্যকেও অস্বীকার করে সংস্কৃতি সাপেক্ষ সত্যের প্রতি আস্থা রেখেছে। তাই উত্তর আধুনিকতাকে আধুনিকতার প্রতিক্রিয়া হিসেবেও গণ্য করা হয়ে থাকে। আধুনিকতায় মতামতের বৈচিত্র্যকে অবজ্ঞা করার যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, এই মতবাদ তার বিরোধিতা করে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় উত্তর আধুনিকতা হল চিন্তার একটি বিশেষ পদ্ধতি যা সত্য, বুদ্ধি, সার্বিক উন্নতি, সার্বিক মুক্তি, একক দৃষ্টিভঙ্গি, মহাআখ্যান (Metanarrative) ইত্যাদি বিষয়ক সমাজে প্রচলিত চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে। আলোকায়নের (Enlightenment) যুগের সমস্ত নীতিকে খণ্ডনপূর্বক এই মতবাদ জগতকে আপতিক, বৈচিত্র্যময়, অনৈক্যময় সংস্কৃতিবিশিষ্ট হিসেবে মনে করে।

শিল্প, সাহিত্য, দর্শন সকল ক্ষেত্রই উত্তর আধুনিক চিন্তাশৈলী দ্বারা প্রভাবিত হলেও এর দার্শনিক আলোচনার দিকটি জনপ্রিয় হয়েছে। উত্তর আধুনিক যুগের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে ফুকো, ডেরিডা, বোর্দলেয়ার, লিওটার্ড প্রমুখ চিন্তাবিদগণের তাত্ত্বিক রচনার মাধ্যমে। উত্তর আধুনিক দর্শনচিন্তা মূলত আধুনিক ভিত্তিবাদ, সত্তাবাদ, আলোকায়নের (Enlightenment) মহাআখ্যান ইত্যাদির বিরোধিতা করেছে। এই দর্শন ভাষা, সত্য, ক্ষমতা, জ্ঞানের ধারণাকে বিনির্মাণ করতে চেয়েছে। উত্তর আধুনিক দর্শন বহুত্ববাদ, বিভিন্নতা, বুদ্ধির বিচিত্রতা, বিনির্মাণকরণ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, যা জ্ঞানকে তার প্রেক্ষিত অনুসারে বুঝতে সাহায্য করে।

নিট্‌শেকে অনুসরণ করে নাঘিয়া (Nghia) বলেছেন চিরাচরিত দর্শনে বিদ্যমান নানা ত্রুটি–বিচ্যুতি, স্ববিরোধিতার সমালোচনায় উত্তর আধুনিকতার অবদান আছে। আধুনিক দর্শনচিন্তার নানাবিধ তত্ত্ব, বক্তব্য, আলোচ্য বিষয়ের সমালোচনাকে উপজীব্য করেই উত্তর আধুনিক দর্শনচিন্তার উদ্ভব ঘটেছে। জগৎ, জীবন, সমাজের প্রতি পূর্বতন দর্শনের সামগ্রিকতা ও সার্বিকতার দৃষ্টিভঙ্গিকে খণ্ডন করেছে উত্তর কালের দর্শনচিন্তা। তবে এই দুটি দর্শন তথা চিন্তাশৈলী বা মতবাদ পরস্পরের বিরোধী, বা দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হিসেবে যেমন পরিগণিত হয় তেমনি সমকালীন বহু দার্শনিকের মতে দুটি মতবাদ পরস্পরের বিপরীত নয় বরং উত্তর আধুনিকতা হল আধুনিকতারই বিস্তার। লিওটার্ডের মতে উত্তর আধুনিকতা আধুনিকতার পরিসমাপ্তিকে সূচনা করেনা বরং এটি তার প্রারম্ভ । উত্তর আধুনিকতা এবং আধুনিকতার সম্পর্ক কীরূপ, উত্তর আধুনিকতা কি আধুনিকতারই বিস্তার অথবা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দুটি মতবাদ নাকি দুটি মতবাদই সমান্তরালে প্রবাহিত হয়- এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে যার সমাধানসূত্র নির্ণয়ের অবকাশ থেকেই যায়।[৩]

তবে উত্তর আধুনিকতাবাদ বিষয়ে বলা যায় সকল কিছুর প্রতি সংশয় উপস্থাপিত করে বলে মনে করা হয়, ফলত এই মতবাদের নিজ অবস্থান নিয়ে অস্পষ্টতা দেখা যায়। এই মতবাদকে অভিমুখহীন, সিদ্ধান্তশূন্য তথা পক্ষশূন্য বলে মনে হয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই এর সামগ্রিক কোনো সংজ্ঞা উপস্থাপন করাও সম্ভবপর হয় না। যদিও নানা রচয়িতার লেখায় এর বিভিন্ন তত্ত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন– বেস্ট এবং কেল্লনার-এর মতে আলোকায়নের (Enlightenment) যুগে আধুনিকতা সম্মত তত্ত্ব কিংবা সামাজিক তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। দেকার্ত বা কোঁৎ, মার্ক্স এবং ওয়েবার প্রমুখ হলেন আলোকায়নের (Enlightenment) যুগের আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদগণ। তাঁদের মতে সার্বিকীকরণ ও সামগ্রিকতাই হল জ্ঞানের ভিত্তি। অপরদিকে উত্তর-আধুনিকতাবাদীগণ জ্ঞানের বহুত্ববাদী তত্ত্ব, প্রেক্ষাপট-সাপেক্ষতাবাদী তত্ত্ব এবং জ্ঞানের অনির্ণীয়তার তত্ত্বের সমর্থনে আধুনিকতাবাদস্বীকৃত কার্য কারণবাদ তত্ত্ব এবং একক সামাজিক জ্ঞানতত্ত্বের (Unified Social

[3] Ali, Amjad. "Theory Of Knowledge: The Postmodern Perspective Of Lyotard." *Pakistan Journal of Educational Research* (2023): English,page no. 295.

Knowledge) খণ্ডন করেছে। এই প্রসঙ্গে সিম (Sim) বলেন- পাশ্চাত্য চিন্তাধারার কর্তৃত্বমূলক জ্ঞানের প্রতি, সর্বজনীন রাজনীতি এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রতি সংশয় পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বিকশিত হওয়া এক দার্শনিক আন্দোলন হল উত্তর আধুনিকতা।

উত্তর আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা তৎকালীন সময়ের জ্ঞানতত্ত্বও প্রভাবিত হয়েছে। উত্তরাধুনিক তত্ত্বগুলির আলোচনা থেকে বোঝা যায় এই মতে জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমাহার বিশেষ। এই মতবাদটি সত্যতাকে একক অখণ্ড চরম হিসেবে দেখার পরিবর্তে সমভাবে বৈধ একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছে। এটি আসলে একাধিক ভাষা-খেলা, সংস্কৃতি নির্দিষ্ট সত্যতাকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। তাহলে এই সময়ে জ্ঞান যে ভাষায় প্রকাশিত হয় তার ওপরেই কেবল জ্ঞানের আকার নির্ভর করে না, যে সংস্কৃতিতে জ্ঞান গঠিত হল সেটিও জ্ঞানের আকার প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তর আধুনিক তত্ত্বে চরম সত্যকে খণ্ডন করার প্রবণতাকে সত্যের অস্বীকার হিসেবে মনে করা সঙ্গত নয়। কারণ এটিই আসলে বিচিত্র সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ইত্যাদি প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে সত্যের গঠনে বিশ্বাসী। অর্থাৎ সত্য ব্যক্তি, সংস্কৃতির পারস্পরিক মেলবন্ধনের দ্বারা ক্রমশ বিবর্তনশীল বলে পরিগণিত হয় এই মতবাদে।

লিওটার্ডকে অনুসরণ করে উত্তর আধুনিক সমাজে জ্ঞানের স্বরূপ:

উত্তর আধুনিক যুগের ফরাসি দার্শনিক এবং চিন্তাবিদগণের মধ্যে অন্যতম হলেন জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওটার্ড। সমকালীন সংস্কৃতি বিষয়ে তার মননশীল সমালোচনা তৎকালীন সময় থেকে অধুনাকাল পর্যন্ত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে। তিনি উন্নত দেশগুলিতে জ্ঞানের স্বরূপ, শর্ত, অধিকারী, ক্ষমতা ও জ্ঞানের সম্বন্ধ, আধুনিকতার ফসল মহাআখ্যানের পতন ও ভাষা খেলার গুরুত্ব ইত্যাদিকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে তৎকালীন কিউবেক সরকারের প্রেসিডেন্টের অনুরোধে *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* শীর্ষক প্রতিবেদন রচনা করেন, যা উত্তর আধুনিক দর্শনের অন্তর্গত জ্ঞানতত্ত্ব শাখাকে বহুলাংশে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রতিবেদনটি ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। ৮০র দশকে গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। উক্ত সময়ে বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তি বিদ্যার সর্বাধিক উন্নতিও পরলক্ষিত হয়, (লিওটার্ড মূলত সকল কিছুকে যথা- জ্ঞানকে কম্পিউটারের উপযোগী হিসেবে নির্মাণ করার প্রবণতার কথা বলেছেন।) যা একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতার মাপকাঠি হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাতে পারে- এমন জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি নির্মাণে সমর্থ রাষ্ট্র অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলত জ্ঞান তার স্বমূল্য হারায়। জ্ঞানের জন্য জ্ঞান লাভের পরিবর্তে ক্ষমতা অর্জনের জন্য জ্ঞান লাভই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। লিওটার্ড বলেন, "প্রযুক্তির উন্নয়নে জ্ঞানের স্বরূপ অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। শিক্ষাকে বিপুল পরিমাণ তথ্যের আকারে অনুবাদ করা সম্ভবপর হলেই জ্ঞান বর্তমান মাধ্যমের জন্য সঙ্গত ও কার্যকরী হিসেবে গণ্য হবে"।[৪] অর্থাৎ যে জ্ঞান কম্পিউটারের ভাষায় অনুবাদের অযোগ্য তা বর্জিত হবে। এভাবে জ্ঞান মূলত পণ্য দ্রব্যে পরিণত হবে, যার ক্রয়-বিক্রয়ই উন্নতি তথা ক্ষমতার অর্জনের উপায় হয়ে উঠবে। যে যত অধিক তথ্যের অধিকারী তার ক্ষমতা তত অধিক। এই প্রকার জ্ঞানের যিনি নিয়ন্ত্রক তার কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতাও কুক্ষীগত হয়ে যায়। লিওটার্ড আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ভবিষ্যৎ- এ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভূখণ্ডগত দ্বন্দ্ব ক্রমে তথ্যের কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হবে। এই উত্তর আধুনিক যুগীয় জ্ঞানই আধুনিকতার অন্যতম প্রতিশ্রুতি এবং মহাআখ্যানমূলক সার্বিক মুক্তি তথা আলোকায়নের

[৪] "The nature of knowledge cannot survive unchanged within this context of general transformation." Lyotard, Jean Francois. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Vol. 10. Minnesota: University of Minnesota Press, 1984. English .page no.04.

(Enlightenment) প্রকল্পের পতনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লিওটার্ড উক্ত প্রতিবেদনে এই বিষয়ে অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন। এমনকি সমসাময়িক কালের জ্ঞানের পরিকাঠামো কীভাবে মানুষের জীবনযাপনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় গঠন করে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন লিওটার্ড।

উত্তর আধুনিক কালের দার্শনিক লিওটার্ড জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনার প্রারম্ভিক প্রকল্প হিসেবে বলেছেন জ্ঞানের অবস্থা বা শর্তসমূহ সমাজ এবং সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি এই সমাজ পরিবর্তনকে শিল্পোত্তর যুগে ও সংস্কৃতির পরিবর্তন বলতে উত্তর আধুনিক যুগে অনুপ্রবেশের কথা বলেছেন।[৫] বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ এবং সংস্কৃতিতে দ্রুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, যা প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতার মহাআখ্যান বিষয়ে সংশয়ের সূচনা করেছিল। বিজ্ঞান, ধর্ম, মার্কসবাদ, হেগেলবাদ সম্মত জগৎ বিষয়ক দর্শনকে মহাআখ্যান হিসেবে মনে করেছেন লিওটার্ড। এই প্রসঙ্গে সিম (Sim) বলেছেন আধুনিক যুগের পরিবর্তনে শিল্পোত্তর যুগ এবং উত্তর আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে। যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং সকল কিছুর কম্পিউটার মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা।

অন্যদিকে এই আধুনিক যুগে স্বীকৃত মহাআখ্যানগুলির প্রতি অবিশ্বাস এই সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। লিওটার্ড আধুনিক যুগের দুই প্রকার মহাআখ্যানের উল্লেখ করেছেন। যথা– অনুমানমূলক আখ্যান (Speculative Grand narrative) ও মুক্তিমূলক আখ্যান (Grand narrative of emancipation)। আধুনিক যুগে এই দুই প্রকার আখ্যান ভিত্তিক জ্ঞানলাভের মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটির অস্তিত্ব জার্মান দর্শনে বিশেষত হেগেলের দর্শনে অনুভূত হয়। এর মূল বক্তব্য হল মানুষের জীবন তথা আত্মার উন্নতির মাধ্যম হল জ্ঞান। অর্থাৎ জ্ঞান যদি আত্মার বিকাশে, জীবনের উন্নতিতে উপযোগী হয় তবে তা জ্ঞান হিসেবে গণ্য হবে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-খেলাকে একটি মাত্র কর্ম সম্পাদনে নিযুক্ত করা হয়, সেটি হল আত্মার বিকাশ সাধন। দ্বিতীয়টির বক্তব্য হল জ্ঞান মুক্তির সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। সর্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে দমন, পীড়ন থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। মানুষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে কুসংস্কার, অজ্ঞানতার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। সমগ্র মানবতার মুক্তির জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় আধুনিকতাবাদে। এভাবে মহাআখ্যান ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের প্রবণতা স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের শাখার চর্চার ব্যাঘাত ঘটায়।[৬]

লিওটার্ড মহাআখ্যানের পরিবর্তে ক্ষুদ ক্ষুদ্র আখ্যান, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এমন কোনো বৃহৎ তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত নন যা যাবৎ বিষয়বস্তুকে একটিমাত্র মূল্যে বিচার করে। যেমন– মার্ক্সীয় তত্ত্বে বর্ণিত বিশ্বের ইতিহাস বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনহীনভাবে প্রচলিত হয়ে আছে। ঘটনা সাপেক্ষে কিংবা সংস্কৃতি সাপেক্ষে তার কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি। লিওটার্ডের মতে এমন কর্তৃত্বমূলক বৃহৎ আখ্যানকে খণ্ডন করা উচিত। যার পরিবর্তে ক্ষুদ্র আখ্যান গুলিকে স্থান করে দিতে হবে। যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সমস্যা, প্রয়োজনকেও গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয়, যেহেতু এই আখ্যানগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন, সংশোধন করা সম্ভব। মহাআখ্যানের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যান গৃহীত হলে বিভিন্ন মতামতের সুচারু প্রতিফলন সম্ভবপর হয়। একাধিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে জগৎ বিষয়ক পরিশীলিত ধারণা গড়ে ওঠে। বৃহৎ আখ্যানের প্রেক্ষিতে তাৎপর্যহীন ছোটো ছোটো ঘটনাগুলি তথা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সমস্যা, প্রয়োজন, লক্ষ্যগুলিও গুরুত্ব

[৫] "Our working hypothesis is that the status of knowledge is altered as societies entry what is known as the Postindustrial age and Culture enter what is known as the Postmodern age"- ibid. page no. 03.

[৬] Bheemnath, Binu G.The crisis of narratives_implications in Lyotard. 2011.University of Kerala, Kerala, Ph. D dissertation, page no. 224-229.

পায় ক্ষুদ্র আখ্যান স্বীকৃত হওয়ার মাধ্যমে। তবে আধুনিকতার মহাআখ্যানকে সম্পূর্ণ বর্জন করাও যায় না। এই আখ্যানগুলিই মানবজাতিকে মহান লক্ষ্য লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু মহান লক্ষ্য লাভের তাড়নায় ক্ষুদ্র স্বার্থ, সংস্কৃতি সাপেক্ষ লক্ষ্যগুলি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আসলে মহাআখ্যানগুলিতে আত্মবলিদানের মাধ্যমে বৃহৎ কল্যাণ, উন্নতি, বিকাশের স্বপ্ন দেখানো হয়। এই কাহিনিগুলি প্রাচীন তথাকথিত কাহিনির থেকে এখানেই অভিনব হয়ে ওঠে। অর্থাৎ চিরাচরিত আখ্যানে একদা ঘটে যাওয়া অবনতি, উন্নতি, সাফল্য বর্তমান কথকের দ্বারা যুগোপোযোগী হিসেবে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু আধুনিক কালের মহাআখ্যান ভবিষ্যতের সাথে সংযুক্ত, অর্থাৎ আগামীর সাফল্যের কথা বলে। যেমন- আলোকায়নের (Enlightenment) অন্যতম অংশ ঔপনিবেশিকতাবাদের মাধ্যমে অনুন্নত দেশ, জাতি, সভ্যতার উন্নয়নের স্বপ্ন দেখা হয়। যদিও এর করুণ ফলাফলগুলি যথা বিভিন্ন সংস্কৃতির ধ্বংস, ভাষার অবক্ষয়, পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল ইত্যাদি পরিণতিগুলি আলোচিত হয়নি। লিওটার্ড তাই ক্ষুদ্র আখ্যানগুলিকেই সমর্থন জানিয়েছেন।

দার্শনিক লিওটার্ড বিশ্লেষণী দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা উইটগেনস্টাইনকে অনুসরণ করে ভাষা-খেলার (Language Game) উল্লেখ করেছেন। উত্তর আধুনিককালে মহাআখ্যানসমূহ বিপর্যস্ত হলে তার স্থান অধিগ্রহণ করে একাধিক ভাষা-খেলা। প্রতিটি প্রেক্ষাপট, বিষয়, প্রয়োজন, আলোচনার শাখায় নিজ নিজ ভাষা-খেলা উদ্ভূত হয়। সমাজে প্রচলিত জ্ঞানের শাখা যথা- পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, সাহিত্য, আইন, নীতিবিদ্যা এমনকি গালগল্প এই সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নিয়ম থাকে যা সেই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বাক্যের বৈধতা নির্ধারণ করে। সেক্ষেত্রে একটি ভাষা-খেলায় যে বাক্য বৈধ, অন্য ভাষা খেলায় তা অবৈধ রূপেও প্রতিপাদিত হতে পারে। যেমন– ইতিহাসের কাহিনি হল অতীত বিষয়ক, মনোবিদ্যা মনের কথা বলে, সমাজবিজ্ঞানের কাহিনিগুলি সমাজের পরিবর্তন ও সমাজস্থ মানুষের ওপর তার প্রভাব নিয়ে কথা বলে। একই ভাবে বিজ্ঞান বহিরাগত তথা ইন্দ্রিয়লব্ধ জগৎকে কেন্দ্র করে আখ্যানের উপস্থাপন করে। এভাবে প্রতিটি ভাষা-খেলাই গুরুত্বপূর্ণ হয়। এই একাধিক ভাষা-খেলার পরিবর্তে একটিমাত্র ভাষা-খেলায় সকল ভাষা-খেলার বিষয়বস্তুকে পর্যবসিত করার চেষ্টা যুক্তিহীন কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়।

অর্থাৎ লিওটার্ডের মতে উত্তর আধুনিকযুগের জ্ঞানের উৎস হল পরস্পর সঙ্গতিহীন, বিরোধী ভাষা-খেলা। আধুনিক যুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মতামতের ঐক্যমত্যের মধ্য দিয়ে পূর্ণ জ্ঞানে উপনীত হওয়ার প্রয়াসের ফলে এক বা একাধিক মতামত অবহেলিত হয়। এটি স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রটিকেও অবরুদ্ধ করে। লিওটার্ড, তাঁর আলোচনায় মতানৈক্যকে, বৈচিত্র্যকে, বহুত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমানে সমাজে বিদ্যমান চিন্তা, মতবাদের বিরুদ্ধে প্রশ্নের উত্থাপন ও মতানৈক্যের দ্বারাই নব জ্ঞানের উন্মোচন সম্ভব। উত্তর আধুনিক জ্ঞান কোনো কর্তৃত্ববোধক হাতিয়ার নয়। এই জ্ঞান বৈচিত্র্যকে গ্রহণের জন্য পারদর্শী করে তোলে। এই জ্ঞান সহিষ্ণু করে তোলে। একই সমাজে একাধিক মত, ভাষা-খেলার অবস্থান আসলে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রকে, সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে।

মিশেল ফুকোকে অনুসরণ করে জ্ঞানের আলোচনা:

উত্তর আধুনিক যুগের ফরাসি দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম মিশেল ফুকোর আলোচনা ক্ষেত্রটি জ্ঞানের নানা শাখায় বিস্তার লাভ করেছে। দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, মনোবিদ্যা, আইন তথা জ্ঞানের প্রমুখ শাখায় তাঁর চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় হল ক্ষমতা (Power), তিনি ক্ষমতা বিষয়ে চিরাচরিত ধারণাকে গ্রহণ করেননি। ক্ষমতাকে দমনমূলক, নঞর্থক হিসেবে চিহ্নিত করার পরিবর্তে ক্ষমতাকে গঠনমূলক, সদর্থক, কার্যকরী হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। ফুকোর ক্ষমতা সম্পর্কিত মতবাদের

মধ্যেই জ্ঞানের আলোচনা প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার মাধ্যমে জ্ঞানের আকার যেমন গঠিত হয়, একইভাবে জ্ঞানের মাধ্যমে ক্ষমতার গঠনমূলক রূপটিও প্রকাশিত হয়। এই অর্থে এই দুটিকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝা যায় না। তাই এই দুটি পদকে ক্ষমতা/জ্ঞান এইরূপে ব্যবহার অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয় ফুকোর দর্শনে।

মিশেল ফুকোর দার্শনিক আলোচনার ধারাকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। তাঁর আলোচনায় দুই প্রকার পদ্ধতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম পর্বের কাজে Archaeology of Knowledge এবং পরবর্তী পর্বে Geneology of Power এই পদ্ধতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ফুকো কর্তৃক প্রযুক্ত দ্বিবিধ পদ্ধতির চালিকাশক্তিরূপে আলোচনা যার ইংরেজী অনুবাদ হল 'Discourse', তা স্বীকৃত হয়েছে। সমাজের নানা স্তরে ও প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন প্রকার বক্তৃতা (স্পীচ) র প্রয়োগ দেখা যায়। এই বক্তৃতাগুলির অনুশীলনের সংকলন হল আলোচনা (Discourse)। প্রতিটি আলোচনা সমাহারের নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ, অর্থ, বিভাগ আছে। আলোচনা অর্থাৎ ডিসকোর্সগুলি বিষয়ের সত্যতাকে নির্মাণ করে, আবার সত্যতার মাপকাঠিতে বিষয়কে গঠন করে। তিনি উত্তর আধুনিকতার দুটি বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন; প্রথমত, আলোকায়নের (Enlightenment) মানবতাবাদী প্রকল্পের খণ্ডন এবং স্বাধীন মানবতাবাদ ও কাঠামোবাদের বিরোধিতা। ফুকো আধুনিকতার সামগ্রিক একক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন করেছেন, যেহেতু সমাজে প্রচলিত ডিসকোর্সগুলি একটি স্থানে বা কালে স্থায়ী নয়, সেগুলি বিভিন্ন স্থান, কালে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেই অনুসারে ডিসকোর্সে ব্যবহৃত পদ বা শব্দের অর্থকরণ ঘটে এবং প্রেক্ষাপট অনুসারে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফুকো *Madness and Civilization* গ্রন্থে madness পদটির পরীক্ষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কীভাবে একটি পদ সমাজ, কাল, স্থান ভেদে ভিন্ন অর্থের জ্ঞাপক হয়ে ওঠে। যেমন একসময় একটি ডিসকোর্স অনুযায়ী madness বলতে একপ্রকার নৈতিক দুর্নীতিকে বোঝানো হলেও পরবর্তী কালে অন্য ডিসকোর্স অনুযায়ী বৌদ্ধিকতার বিরোধী হল madness, অর্থাৎ চিকিৎসা কার্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনের অসুস্থতা হিসেবে স্বীকৃত হয়। তাহলে প্রতিটি ডিসকোর্স পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের প্রকার, ক্ষমতা, সমাজে একটি বিষয়কে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থাৎ ডিসকোর্সগুলি কেবল কতকগুলি বক্তৃতা সমাহারই নয়, সমাজস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ম নীতিরও নিয়ন্ত্রক হয়। তাই এক অখণ্ড সত্য স্বীকার করা যায় না। তিনি বলেন কোনোকিছু সত্য হয় সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে, অন্য প্রেক্ষাপটে তা সত্য নাও হতে পারে। ফুকো একথাও স্বীকার করেননা যে দুটি ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একই ঘটনা ঘটবে, তাহলে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সত্য পরিবর্তিত হবে, প্রত্যেক কালে ডিসকোর্সগুলি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের সৃষ্টি করবে, ডিসকোর্স অনুসারে বস্তু, বিষয়, জ্ঞানের চর্চার প্রকার পরিবর্তিত হবে। যেমন– ম্যাডনেসের কোনো বস্তুনিরপেক্ষ অস্তিত্ব বা অর্থ স্বীকৃত হয়নি। ঐতিহাসিক কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে উক্ত শব্দের অর্থের বিনির্মাণ ঘটে।

অর্থাৎ ইতিহাস ও সংস্কৃতি অনুসারে জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানের চর্চা নির্দিষ্ট হয়। ওই বিশেষ সংস্কৃতি তথা ডিসকোর্সের বাইরে একটি শব্দ তার অর্থ হারায়। বিশেষ সমাজে ও সময়ের বাদানুবাদ ও কৌশল দ্বারা নির্ধারিত অর্থ যুক্ত হয়ে সেই সময়ের ডিসকোর্সের তথা জ্ঞানের অংশ হয়। ফুকো ঐতিহাসিক সময়সমূহের মধ্যে কোনো অন্তর্বর্তী যোগাযোগ স্বীকার করেননি। দুটি সময়কালকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হিসেবে স্বীকার করেছেন। সেই অনুসারে ডিসকোর্স ও জ্ঞান পরিবর্তিত হতে থাকে।

ফুকো তাঁর কাজের দ্বিতীয় পর্বে জ্ঞান কীভাবে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে অপরের আচরণ নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত হতে পারে সেইদিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই পর্যায়ে ডিসকোর্স বলতে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কতকগুলি বাক্যের স্বতন্ত্র নির্মাণকে বোঝানো হয়নি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিসকোর্সের মাধ্যমে জ্ঞান

ও ক্ষমতার বিচিত্র সম্বন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি জ্ঞান ও ক্ষমতার সম্বন্ধের স্বরূপ নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছেন। এরই সাথে একটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা, কৌশল ইত্যাদির মধ্যে ক্ষমতা কীরূপে পরিচালিত হতে পারে তার, আলোচনায় গুরুত্ব দিয়েছেন।

দার্শনিক ফুকো ক্ষমতাকে দমন-পীড়নমূলক নঞর্থক হিসেবে গ্রহণ করেননি। চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ক্ষমতা হল এমনকিছু যা সমাজের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা সার্বভৌম বা রাষ্ট্রের দিক থেকে নিম্নস্তরে প্রবাহিত হয়। সামাজিক পিরামিডের উপরিস্থিত শ্রেণির হাতে কুক্ষীগত থাকে ক্ষমতা। ফুকোর মতে ক্ষমতা চক্রাকারে প্রবাহিত হয়। এই অর্থে সমাজের প্রতিটি স্তরেই ক্ষমতার উপস্থিতি। ক্ষমতা কার্যকরী হয় জ্ঞানের মাধ্যমে। জ্ঞান কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ হতে পারে অথবা কোন ক্ষেত্রে তা প্রয়োগযোগ্য নয় তার নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে ক্ষমতা জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত হয়। আবার ক্ষমতার সদর্থক রূপটিও প্রকাশ পায় জ্ঞানের আকার প্রদানের মাধ্যমে।

তাহলে প্রশ্ন হয় ক্ষমতা সম্পৃক্ত জ্ঞানই কি সত্য? এই প্রসঙ্গে বলা যায় জ্ঞান ক্ষমতার অধীনস্থ হয়ে বা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে তার বাস্তব প্রভাব থাকবে, সেই অনুসারে তা সত্য হবে। যেমন- একক অভিভাবকত্ব একটি অপরাধ এরূপ জ্ঞান সত্য হতে পারে অথবা মিথ্যা হতে পারে। এখন একটি সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি দ্বারা যদি একক অভিভাবকত্ব অপরাধমূলক কাজ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে সেই অনুসারে একক অভিভাবকের শাস্তি হবে, যার বাস্তব প্রভাব অভিভাবক এবং শিশু উভয়ের ওপরই পড়বে। বাস্তব প্রভাব অনুসারে বিশেষ সমাজ, পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপটে উক্ত জ্ঞান সত্য হবে। যদিও সার্বিক অর্থে তা সত্য নয়।[৭]

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রের তথা কালের মানুষ অজানাকে জানার জন্য, অচেনাকে চেনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। বৈচিত্র্যময় জগৎ মানুষকে যেমন বিস্মিত করে তেমনি ব্যাকুল করে সেই সম্বন্ধে জানার জন্য। জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়াসী হয় মনুষ্য জাতি। জ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধমে সেই বিষয়ক সংশয় নিবৃত্ত হয়, কিন্তু প্রশ্ন হয় জ্ঞান কীভাবে লাভ হয়? তার স্বরূপ কী? তার সীমা বা পরিধি কতটা?, প্রত্যেক যুগে এই প্রশ্ন নব নব আঙ্গিকে উদ্ভাসিত হয়। যেহেতু কালের সাথে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয় সামাজিক অবস্থা ও সমাজস্থ মানুষের ধ্যান-ধারণা ও আশা আকাঙ্ক্ষা। আধুনিক যুগে বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান তথা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হয়। যেহেতু এই সময়ে গড়ে ওঠা মহাআখ্যানগুলিতে যে মানবতার বিকাশ বা স্বাধীনতা, প্রগতির কথা বলা হয় তা এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অন্যতম ফসল হিসেবে পাওয়া যাবে বলে মনে করা হতো। তাই এই সময়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তথা বুদ্ধির দ্বারা সকল কিছুকে বিচার করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পর পর দুইটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে আশাহত করে। মহাআখ্যানগুলির প্রতি মানুষ আস্থা হারায়। এর মধ্য দিয়েই উত্তর আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে। যা অখণ্ড জ্ঞান ও অখণ্ড সত্যের পরিবর্তে প্রেক্ষাপট অর্থাৎ context অনুযায়ী জ্ঞান ও সত্যের কথা বলে। উপরোক্ত উত্তর আধুনিক যুগীয় দুইজন দার্শনিক যথাক্রমে লিওটার্ড ও ফুকোর আলোচনায় সেরূপ জ্ঞানের পরিচয় মেলে। উভয় দার্শনিকের জ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনার গতি এক হলেও দার্শনিক ফুকোর আলোচনায় ডিসকোর্স এর অবতারণা জ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় অভিনবত্ব প্রদান করেছে। এমনকি জ্ঞানের সাথে ক্ষমতার সম্বন্ধ দুই দার্শনিকের আলোচনাতেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই সম্বন্ধকে দেখার আঙ্গিক সম্পূর্ণ ভিন্ন। লিওটার্ডের মতে জ্ঞানের তথা তথ্য আকারে আকারিত

[৭] Hall, Stuart. "Foucault: Power,Knowledge and Discourse." Hall, Stuart. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications, 1997. Page no. 76.

জ্ঞানের পরিমাণ যত বেশি হবে ক্ষমতাও তত বেশি হবে। ফুকো জ্ঞানের স্বরূপের আলোচনা প্রসঙ্গেই ক্ষমতার কথা বলেন। ক্ষমতার ধারণাটি ফুকোর দর্শনে সদর্থকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তা সম্ভবপর হয়েছে ক্ষমতা ও জ্ঞানের ধারণার মেলবন্ধনের ফলে। অন্যদিকে লিওটার্ড আশঙ্কা করেছেন বর্তমান তথ্যভিত্তিক জ্ঞানের বিস্তারের সাথে ক্ষমতার সমহারে বিস্তার ঘটায় তা তথ্যের অধিকারকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত ঘটাতে পারে।

তবুও সমকালীন এই দুই দার্শনিক জ্ঞান সম্পর্কে যে মতবাদের উপস্থাপন করেছেন তা উত্তর আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতি– অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে মানুষের জীবনে পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। জ্ঞানের বিষয়সমূহেও নবত্ব এসেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই সময়ে জ্ঞানকে যুগ ও কালের উপযোগী করে আলোচনা তাই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওটার্ড ও মিশেল ফুকো বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে জ্ঞানের নব আঙ্গিকের উপস্থাপন করেছেন। যা জ্ঞানের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

Bibliography:

১. Ali, Amjad. "Theory Of Knowledge: The Postmodern Perspective of Lyotard." Pakistan Journal of Educational Research (2023): 293 - 302. English.
২. Best, Steven and Kellner Douglas. Postmodern theory: critical interrogations. New York: Guillford Press, 1991. English.
৩. Bheemnath, Binu G. The crisis of narrative implications in Lyotard. Kerala: University of Kerala, 2011. English.
৪. Foucault, Michel. Archaeology of Knowledge and the Discourse of Language. New York: Harper Colophon, 1965. English.
৫. Hall, Stuart. "Foucault: Power, Knowledge and Discourse." Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications, 1997. 72-80. English.
৬. Lyotard, Jean Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Vol. 10. Minnesota: University of Minnesota Press, 1984. English.
৭. Pathak, Shailendra K. "eGyankosh." 10 April 2020. http://egyankosh.ac.in//handle/123456789/57858. English. 10 04 2020.
৮. Sim, Stuart. The Routledge Companion to Postmodernism. Ed. Stuart Sim. Abingdon, Oxfordshire: Routledge, 2011. English.